উৎস মানুষ। নেট সংস্করণ। সংখ্যা : মে ২০০৫

ভোটের ছড়া

পশ্চিমবঙ্গে ভোট এসেছে আবার। পুর ভোট হল জেলায় জেলায়, সামনে কোলকাতার ভোট। ভোট মানে মিথ্যাচার প্রবঞ্চনা ভন্ডামি; ভোট মানে টাকার খেলা, দেয়াল দখল, রক্তারক্তি; ভোট মানে মুখোশ পরা মুখোশ খোলার পালা। 'ভোটের আমি ভোটের তুমি ভোট দিয়ে যায় চেনা'। এই 'চেনা'র চেষ্টাতেই কয়েকটি ছড়া।

১

গণতন্ত্রের দেওয়াল

(গাজীর গান)

ভবেশ দাস

আরে শুনেন শুনেন বাবুগণ শুনেন দিয়া মন
এই শহরের আজব কথা করি নিবেদন
শহর কলিকাতা,

শহর কলিকাতার দেওয়াল যথা লম্বা-চওড়া বাণী
ঐ বাণীর জোরে শহর গরম বঙ্গের রাজধানী
শহর গরম ছিল

শহর গরম ছিল, ঠান্ডা হইল, শীতল হইল দেহ
নির্বাচনে কেউ জিতিল আর হারিল কেহ
এই তো ভোটের বিধান

এই তো ভোটের বিধান, রয় ব্যবধান, একজনেরই জয়
তবু তোমার বাড়ির দেওয়াল প্রতিশ্রুতিময়
নানান প্রতিশ্রুতি

নানান প্রতিশ্রুতি বাক্‌বিভূতি বাক্যের জঞ্জাল
এই শহরে তোমার দেওয়াল কে দেবে সামাল
ভাইরে রক্ষা কর,

ভাইরে রক্ষা কর, মর মর আমার পরাণ যায়
সারা বছর আমার দেওয়াল শতেক লোকে খায়
আমার কী উপায়,

আমার কী উপায়, মাথা খায় গিন্নী মহারাণী,
‘অরা যখন দেওয়াল লেখে দ্যাওনা ক্যান্ দাবড়ানী ’
ল্যাখে রাত্রিবেলায়,

ল্যাখে রাত্রিবেলা ভূতের চেলা সারা দেওয়ালময়
আর সকালবেলা সেই দেওয়ালই ভোটের কথা কয় -
দেবেন ভোটের ছাপ,

দেবেন ভোটের ছাপ, বাপ্‌রে বাপ, এ যে বিষম জ্বালা
দেওয়াল দিলাম ছাপও দিলাম পাইলাম ঘুঁটের মালা
ঐ তো মধুর ছাওয়াল

ঐ তো মধুর ছাওয়াল বাড়ির দেওয়াল করাইল চুনকাম
সেই দেওয়ালে লেইখ্যা গেল ক্যান্ডিডেটের নাম
আপনে করবেন কি ?

আপনে করবেন কি, ধরবেন কি, কোথায় করবেন নালিশ
নালিশ করলে উল্টে হবে আচ্ছা রকম পালিশ
যাক্‌গে সেসব কথা,

যাক্‌গে সেসব কথা, ভোটের কথা রইল দেওয়াল গাঁথা
সেই দেওয়াল আবার মোছার কারও নাইকো মাথা ব্যথা
এটা মানতে হবে

এটা মানতে হবে, জানতে হবে, মুছতে হবে দেওয়াল
নিজের দেওয়াল নিজে ছাড়া কে রাখবে আর খেয়াল
আপনার রক্ষা নাই,

আপনার রক্ষা নাই, কোথা যাই, কোথায় পালাই
যে গাড়ীতে চাকা নাই সেই গাড়ী চালাই
আমরা কাছাহীন,

আমরা কাছাহীন দিন দিন বয়সে নবীন
ভাজামাছও উল্টে খাই, তবু উদাসীন . . .
অনেক বাজে কথা

অনেক বাজে কথা মর্মব্যথা দিয়ে গেলাম ভাই
আমার এ গান সত্য হবে যদি সাড়া পাই
শুনলেন গাজীর গান ॥

২

ভোটের হীরো

অনার্য মিত্র

নকুলবাবু নির্বাচনে হেরে হলেন হীরো,
ভোট পেয়েছেন দুইয়ের পাশে
গোটা তিনেক জিরো।

দুটো জিরো কম পেলেও ছিল না তাঁর দুঃখ
কারণ তিনি অংক জানেন
সে -অংকটা সূক্ষ।

লাখ দশেকের ফান্ড পেয়েছেন
ভোটে জেতার জন্যে,
দু'লাখ টাকাই করতে খরচ হয়ে গেলেন হন্যে।

বাকী টাকা কোথায় গেল সেই কথাটা জানতে
নকুলবাবুর সঙ্গে বসুন
নির্জনে একান্তে।

জামানত জব্দ যে তাঁর তবুও তিনি হীরো
পকেটে তাঁর আটের পাশে
পাঁচ-পাঁচটা জিরো॥

৩

ভোটরঙ্গ

অনার্য মিত্র

একটি বাড়ির দুইটি ঘরে
দুইশো ভোটার ঝগড়া করে
সবাই বলে ভোটটা বাপু
বুঝে শুনে দিও,

হঠাৎ দেখি হোঁৎকা হুলো
পিট্‌পিটে চোখ নাকটা ফুলো
বলল হেসে : ভোটের দিনে
আমায় সঙ্গে নিও।

হুলো বলে : দুই বছরে
দু'জন ভোটার গেছেন মরে
তার বদলে দুইশত ভোট
হাতে পেলেন ভাই

কে দেবে ভোট -- ভাবনা কিসে
আছেন মামা, আছেন পিসে
আর রয়েছে হুলো ভুলো
গোয়ালভরা গাই॥

৪

কথার কথা

অমিত চৌধুরী

যাচ্ছে খুলে কথার বাঁধন
কথার যন্ত্র, কথার দেশ
কথার কথা বলছে সবাই,
হচ্ছেনা তো কথার শেষ।

ভোটের আগে জোটের কথা
ভোটের পরে শুধুই ঘোঁট
শুধু কথায় কাজ না হলে
কালো টাকার উড়বে নোট !

ছোট-বড় সব নেতারাই
যন্ত্র কানে ঘুরছে আজ,
বেতাল কথা বেতার কথা
কথা দেওয়াই নেতার কাজ॥